মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেন

ইউনিট 4

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

৪.১ ঃ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিচিতি।
৪.২ ঃ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়ের পরিচিতি।
৪.৩ ঃ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির পরিচিতি।
৪.৪ ঃ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনের মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা।
৪.৫ ঃ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়, ব্যয় ও প্রাপ্তির কতিপয় উদাহরণ।

ভূমিকা

সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক মুনাফা নির্ণয়ের জন্য লেনদেনগুলোকে মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ে বিভক্তকরণের প্রয়োজন পড়ে। কারন মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয় এবং মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ইউনিটের আলোচনার প্রয়োগ ইউনিট ১১তে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূলধনজাতীয় ব্যয়ের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মূলধনজাতীয় ব্যয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় ব্যয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	স্বল্পমেয়াদী ব্যয়, দীর্ঘমেয়াদী ব্যয়, মুনাফা ও মুলধনজাতীয় আয় এবং ব্যয়, মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি, মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি, হিসাব কাল, বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

আলোচনা: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের ব্যবসায়ীক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয় করে থাকে। এই সকল ব্যয়সমূহকে দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়। যথা ১। স্বল্পমেয়াদী ব্যয়, ২। দীর্ঘমেয়াদী ব্যয়।

১। স্বল্পমেয়াদী ব্যয়:- ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনার সময় যে ব্যয়ের উপযোগ (সুবিধা) একটি হিসাব কালের (One Accounting period) মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তাকে স্বল্পমেয়াদী ব্যয় বলে।

২। **দীর্ঘমেয়াদী ব্যয়:-** ব্যবসা পরিচালনার সময় যে ব্যয়ের উপযোগ (সুবিধা) একাধিক হিসাব কাল (More Accountig period) পর্যন্ত চলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় বলে। ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) মূলধনজাতীয় ব্যয় খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

(ক) **মূলধনজাতীয় ব্যয়** ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যয় সমূহকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে। উৎপাদন কার্য-পরিচালনার জন্য ভূমি, ইমারত এবং মেশিন ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। এগুলো ক্রয় করা হলে মূলধনজাতীয় ব্যয় সংঘটিত হবে এবং এ সব খাতে ব্যয়ের উপযোগ একাধিক হিসাব কাল (more accountig period) পর্যন্ত চলতে থাকবে। ভূমি, ইমারত এবং মেশিন ইত্যাদি ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তি। আবার বড় ধরনের মেরামত বা সম্প্রসারণমূলক কাজও মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যয় একটি হিসাব কালে বারবার সংঘটিত হয় না। সুতরাং ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে।

(খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয় ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্বল্পমেয়াদী ব্যয়সমূহকে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। অর্থাৎ এ ব্যয় একটি হিসাব কালে বারবার সংঘটিত হয় এবং ইহার উপযোগ হিসাব কালের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে স্থায়ী সম্পদ ব্যবহারের ফলে যে মূল্য হ্রাস পায় (অবচয়) বা সম্পদের অবলোপনও এই ব্যয়ের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ নামিক হিসাবের সকল ব্যয় মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে বিবেচিত। যেমন বেতন, ভাড়া, অবচয়সমূহ ইত্যাদি।

মূলধন ও মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য ঃ

১। কারবার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু করার পূর্বের ব্যয়সমূহ মূলধনজাতীয় ব্যয়। পক্ষান্তরে কারবারের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয় তা মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

২। মূলধনজাতীয় ব্যয়সমূহ কারবারে বারবার সংঘটিত হয় না। পক্ষান্তরে মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ কারবার প্রতিষ্ঠানে বারবার সংঘটিত হয়।

৩। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের প্রকৃতি দীর্ঘ মেয়াদী এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের প্রকৃতি স্বল্প মেয়াদী।

৪। মূলধনজাতীয় ব্যয়ের উপযোগ একাধিক হিসাব কাল পর্যন্ত চালু থাকবে। পক্ষান্তরে মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উপযোগ একটি হিসাব কালের মধ্যেই শেষ হবে।

৫। স্থায়ী সম্পদসমূহ অর্জনের জন্য মূলধনজাতীয় ব্যয় সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখার জন্য মুনাফাজাতীয় ব্যয় সংঘটিত হয়।

৬। মুনাফাজাতীয় ব্যয় কারবার প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনকে হ্রাস করে। পক্ষান্তরে মূলধনজাতীয় ব্যয় মুনাফা হ্রাস করে না। বরং মুনাফা অর্জনে সাহয্য করে।

৭। কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী বা উর্দ্ধত্তপত্র প্রস্তুত কালে মূলধনজাতীয় ব্যয়সমূহ আর্থিক **বিবরণী** বা উর্দ্ধত্তপত্রে লিপিবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ ক্রয়-বিক্রয় বা আয় **বিবরণী** বা লাভ-ক্ষতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় ঃ মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহের উপযোগ একাধিক হিসাব কাল পর্যন্ত চালু থাকলে তাকে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় কারবার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইহা উর্দ্ধত্ত পত্রের সম্পদ পার্শ্বে অন্যান্য সম্পদ (বা ভুয়া সম্পদ) হিসাবে দেখানো হয়। এই জাতীয় ব্যয় সাধারণত: ১ হতে ৫ বৎসরের জন্য হয়ে থাকে। উদাহরণ-৫ বৎসরের জন্য চলতি বছরে ভাড়া প্রদান ৫,০০০ টাকা। এখানে চলতি বছরে ভাড়া বাবদ ব্যয় হবে (৫০০০/৫) বা ১০০০ টাকা, যা লাভ ক্ষতি হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে যাবে। অবশিষ্ট ব্যয়ের অংশ (৫,০০০-১,০০০) বা ৪০০০ টাকা বিলম্বিত ব্যয় হিসাবে উর্দ্ধত পত্রের সম্পদ পার্শ্বে যাবে। এভাবেই পরবর্তী ৪বছরের মধ্যে বিলম্বিত ব্যয় শেষ হয়ে যাবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	নিচের ব্যয়গুলো চিহ্নিত করুণ: প্রাথমিক খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, যন্ত্রপাতী ক্রয়, ভাড়া খরচ, অগ্রীম বিমা খরচ।

সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয়গুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা ক) দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় খ) স্বল্পমেয়াদী ব্যয়। দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় হলো মুলধনজাতীয় ব্যয় এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যয় হলো মুনাফাজাতীয় ব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি মূলধনজাতীয় ব্যয়?
ক) বেতন প্রদান খ) যন্ত্রপাতি ক্রয়
গ) ভাড়া প্রদান ঘ) সুদ প্রদান।

২। কোনটি মুনাফাজাতীয় ব্যয়?
ক) বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় খ) বেতন প্রদান
গ) কম্পিউটার ক্রয় ঘ) ভূমি ক্রয়।

৩। ব্যবসায়ে কোন খরচটি বারবার সংঘটিত হয়?
ক) যন্ত্রপাতি ক্রয় খ) মজুরি প্রদান
গ) কম্পিউটার প্রদান ঘ) বিনিয়োগ।

৪। বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় হলো–
i) প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রাথমিক ব্যয়
ii) নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয়
iii) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i, ii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৫। টাংগাইল ভিক্টোরিয়া রোডের পার্শ্বের রাস্তায় ''বিল বোর্ড'' এ কাদের ট্রেডার্স বিজ্ঞাপন দিল। পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি হলো ২,০০,০০০ টাকা। ১ জানুয়ারী ২০১৫ হতে উক্ত বিজ্ঞাপনের মেয়াদ কাল হবে ৪ বছর। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে যথাক্রমে মুনাফাজাতীয় ব্যয় এবং বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় কত টাকা হবে?

i) ৫০,০০০ টাকা ii) ২,৫০,০০০ টাকা iii) ১,৫০,০০০ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৬। পুরাতন গাড়ির বড় ধরনের মেরামত ব্যয় কোন জাতীয় ব্যয়?

ক) মেরামত ব্যয় খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয়

গ) মূলধনজাতীয় ব্যয় ঘ) বিলম্বিত ব্যয়।

৭। "প্রাথমিক ব্যয়" বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের কারণ-

i) এটি বড় অংকের হয়ে থাকে

ii) "একটি হিসাব কালে" ইহার উপযোগ শেষ হয় না

iii) দৈনন্দিন কাজের সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৮। "বিলম্বিত বিজ্ঞাপন" উদ্ধৃত পত্রের সম্পদ পার্শ্বে দেখানো হয় কারণ-

i) "একটি হিসাব কালে" ইহার উপযোগ শেষ হয়

ii) এর পরিমাণ বেশি হয়

iii) "একাধিক হিসাব কাল" পর্যন্ত ইহার উপযোগ থাকে।

iv) নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) iii

পাঠ-৪.২ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়ের পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূলধনজাতীয় আয়ের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মূলধনজাতীয় আয়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় আয়ের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় আয়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলধনজাতীয় আয় ঃ মূলধনজাতীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের ফলে যে আয় হয় বা অনিয়মিত ব্যবসায়ীক আয়কেই মূলধনজাতীয় আয় বলে। এ জাতীয় আয়কে সরাসরি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়। এ জাতীয় আয়ের ফলে সম্পদের কাঠামোগত পরিবর্তন হতে পারে। যেমন: স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়, শেয়ার বিক্রয় এবং ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

মুনাফাজাতীয় আয় ঃ দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনার ফলে নিয়মিতভাবে যে আয় সংঘটিত হয় তাকে মুনাফাজাতীয় আয় বলে। এ জাতীয় আয়গুলো ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে লিপিবদ্ধ হয়। এ জাতীয় আয়গুলো নগদ পাওয়া না গেলেও "হিসাব কালের" মধ্যে পাওনা হলেই আয় বলে বিবেচিত হবে। যেমন: সুদ খাতে আয়, লভ্যাংশ খাতে আয় এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় জনিত আয় প্রভৃতি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নিচের আয়গুলো চিহ্নিত করুন: মেশিন বিক্রয়, পণ্য বিক্রয়, ভাড়া প্রাপ্তি, অনুদান প্রাপ্তি, কমিশন প্রাপ্তি।

সারসংক্ষেপ:

দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ফলে অর্জিত মুনাফাই হবে মুনাফাজাতীয় আয়। আবার ব্যবসায়ের সম্পদ বিক্রয়ের ফলে অর্থ প্রাপ্তি মুলধনজাতীয় আয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি মূলধনজাতীয় আয়?
ক) মাল বিক্রয় খ) লভ্যাংশ আয়
গ) আসবাবপত্র বিক্রয় ঘ) মধু বিক্রয় হতে আয়।

২। কোনটি মুনাফাজাতীয় আয়?
ক) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় খ) মাল বিক্রয়
গ) ভূমি বিক্রয় ঘ) মোটর গাড়ী বিক্রয়।

৩। "মূলধনজাতীয় আয়" কোন হিসাবে দেখানো হয়?
ক) ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে খ) লাভ-ক্ষতির ক্রেডিট পার্শ্বে
গ) উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে ঘ) উদ্বৃত্তপত্রের সম্পদ পার্শ্বে।

৪। ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রয় কোন হিসাবে দেখানো হয়?
ক) ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে খ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে
গ) লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে ঘ) লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট পার্শ্বে।

পাঠ-৪.৩ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূলধনজাতীয় প্রাপ্তির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি চিহ্নিত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সারা বছরে যে আর্থের আগমন ঘটে তাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা- ক) মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি
খ) মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি।

ক) মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি ঃ যে সকল প্রাপ্তি সমূহ মালিকের মূলধন ও কারবারের দায় বাড়িয়ে দেয় তাকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে। এ জাতীয় প্রাপ্তির ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অনিয়মিতভাবে প্রাপ্তি ঘটে।
যেমন: ১। মালিক কর্তৃক কারবারে অতিরিক্ত মূলধন আনয়ন।
২। ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ।

খ) মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি ঃ করবারের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ফলে প্রতিদিন যে আয় সংঘঠিত হয় তাকে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বলে। এ জাতীয় প্রাপ্তির ফল ক্ষণস্থায়ী, বারবার পাওয়া যায় এবং নিয়মিত ভাবে প্রাপ্তি ঘটে।
যেমন: পণ্য বিক্রয়, ব্যাংক জমার সুদ, ও ভাড়া প্রাপ্তি ইত্যাদি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	নিচের প্রাপ্তিগুলো চিহ্নিত করুণ: আজীবন সভ্য চাদা, ব্যাংক ঋণ, সেবা আয়, ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রাপ্তি।

সারসংক্ষেপ:

দীর্ঘ সময়ের জন্য সকল প্রাপ্তি মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি। আবার নিয়মিতভাবে বা বারবার পাওয়া গেলে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি?
ক) বিনিয়োগের সুদ খ) ভাড়া প্রাপ্তি
গ) লভ্যাংশ প্রাপ্তি ঘ) ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তি,

২। কোনটি মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি?
ক) যন্ত্রপাতি বিক্রয় খ) কম্পিউটার বিক্রয়
গ) সুদ প্রাপ্তি ঘ) অতিরিক্ত মূলধন প্রাপ্তি

৩। নগদে পুরাতন যন্ত্রপাতী বিক্রয় ।
ক) মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি খ) মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি
গ) মুনাফাজাতীয় আয় ঘ) কোনটিও নয়

পাঠ-৪.৪ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনের মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুনাফাজাতীয় দফাসমূহ কোন হিসাবে যাবে লিখতে পারবেন।
- মুলধন জাতীয় দফাসমূহ কোথায় বসবে লিখতে পারবেন।

কারবার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। এই অর্জিত মুনাফা মালিক, শেয়ার হোল্ডার এবং বিনিয়োগকারীগন লভ্যাংশ হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং সঠিকভাবে মুনাফা নির্ণয় করতে না পারলে মূলধন হতে লভ্যাংশ বন্টিত হবে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যৎতে করবারটি বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং কারবারের সঠিক মুনাফা নির্ণয় করতে গেলে মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় লেনদেন গুলো প্রথমেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন । এ সর্ম্পকে জ্ঞান না থাকলে প্রতিষ্ঠানের ক্রয় বিক্রয়, লাভ ক্ষতির হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।পূর্বের পাঠগুলো হতে আমরা শিখেছি যে মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয় নিয়ে উদ্বৃত্তপত্র তৈরী করতে হয়। আবার মুনাফাজাতীয় আয় -ব্যয় দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব এবং লাভ ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সঠিক হিসাবের মাধ্যমেই সঠিক মুনাফা বা লাভ নির্ণয় করা যায়। এই সঠিক মুনাফা নির্ণয় করার জন্য মূলধনজাতীয় এবং মুনাফাজাতীয় লেনদেনগুলো চিহ্নিত করা অতিব গুরুত্বপূর্ণ। এ জাতীয় লেনদেন চিহ্নিত করতে না পারলে কোন ভাবেই সঠিক হিসাব প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	১। গ্রীন কোম্পানী সম্পত্তির অবচয় আয় বিবরণীতে চার্জ না করে লভ্যাংশ বন্টন করতে চায় এ প্রেক্ষিতে আপনার মতামত কি? ২। বিলম্বিত বিজ্ঞাপন লাভ ক্ষতি বা আয় বিবরণীতে চার্জ করা হয়েছে- এ ব্যপারে আপনার অভিমত কি?

সারসংক্ষেপ:

মুনাফাজাতীয় লেনদেনগুলোর দ্বারা ক্রয় বিক্রয় ও লাভ ক্ষতির হিসাব/আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। পক্ষান্তরে মুলধনজাতীয় আইটেম দ্বারা উদ্ধৃত পত্র বা আর্থিক বিবরনী প্রস্তুত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কারবারের উদ্দেশ্য হচ্ছে–
ক) মুনাফা অর্জন
খ) নির্বাচন করা
গ) ব্যয় নিয়ন্ত্রন
ঘ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুতকরণ

২। প্রকৃত মুনাফা বেশী দেখানোর সমস্যা কি?
ক) প্রতিষ্ঠানের সুনাম কমে যাবে
খ) মূলধন হতে লভ্যাংশ বন্টিত হবে
গ) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সবল হবে
ঘ) কোনটি নয়

৩। কোনটি মুনাফাজাতীয় আয়?
ক) ভাড়া প্রাপ্তি
খ) মালামাল বিক্রয়
গ) সুদপ্রাপ্তি
ঘ) সবগুলো

৪। কোনটি মুলধনজাতীয় প্রাপ্তি?
ক) আজীবন সভ্য চাঁদা
খ) পণ্য বিক্রয়
গ) বেতন প্রাপ্তি
ঘ) সবগুলো

পাঠ-৪.৫ মূলধনজাতীয় ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় ও প্রাপ্তির কতিপয় উদাহরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়সমূহ লিখতে পারবেন।
- মূলধন জাতীয় আয় ও ব্যয় লিখতে পারবেন।
- মূলধন জাতীয় প্রাপ্তিসমূহ লিখতে পারবেন।

ক) মূলধনজাতীয় ব্যয়ের কতিপয় উদাহরণ ঃ

১। ভূমি ও দালান ক্রয়।
২। দালানের সম্প্রসারণ ব্যয়।
৩। কলকব্জা ক্রয়।
৪। কম্পিউটার ক্রয়।
৫। ট্রেড মার্ক।
৬। গ্রন্থ স্বত্ত্ব।
৭। বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয়।
৮। ভূমি উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি।

খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ ঃ

১। বেতন ও মজুরি প্রদান।
২। বিজ্ঞাপন ব্যয়।
৩। দালানের মেরামত।
৪। সম্পত্তির সকল প্রকার অবচয়।
৫। সকল প্রকার আলোপন।
৬। বিদ্যুৎ বিল প্রদান।
৭। সুদ প্রদান।
৮। কমিশন ও বাট্টা প্রদান।
৯। কারবারের মাল ক্রয় প্রভৃতি।

গ) মূলধনজাতীয় আয়ের উদাহরণ ঃ

১। পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয়ের ফলে লাভ।
২। আজীবন সভ্যের চাঁদা।
৩। এককালীন প্রাপ্ত অনুদান।
৪। শেয়ার বা ঋণপত্রের প্রিমিয়াম।
৫। শেয়ার বাজেয়াপ্ত করণের ফলে লাভ ইত্যাদি।

ঘ) মুনাফাজাতীয় আয়ের উদাহরণ ঃ

১। মাল বিক্রয়।
২। ব্যাংক জমার সুদ।
৩। ভাড়া প্রাপ্তি।

৪। কমিশন প্রাপ্তি।
৫। লভ্যাংশ প্রাপ্তি।
৬। বাট্টা প্রাপ্তি ইত্যাদি।

ঙ। মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি সমূহের উদাহরণ:
১। স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয় লব্ধ অর্থ,
২। মালিক কতৃর্ক অতিরিক্ত মূলধন আনায়ন,
৩। ঋণপত্র ও শেয়ার বিক্রয়,
৪। আজীবন সভ্য চাঁদা,
৫। এককালিন দান প্রাপ্তি- ইত্যাদি,

চ। মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির উদাহরণ :
১। পণ্য বিক্রয়,
২। সুদ প্রাপ্তি,
৩। ভাড়া প্রাপ্তি,
৪। উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া প্রাপ্তি,
৫। কমিশন প্রাপ্তি ইত্যাদি,

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	নিচের প্রাপ্তি-প্রদান ও আয়-ব্যয় সমূহ চিহ্নিত করুণ: বেতন প্রদান, মুজরি, বাট্টা প্রাপ্তি, শেয়ার প্রিমিয়াম, শেয়ার অবহার, সুদ প্রাপ্তি, সেবা আয়।

সারসংক্ষেপ:

কারবারের সম্পত্তি বিক্রয়ের ফলে অর্জিত মুনাফা মূলধনজাতীয় আয়। আবার সম্পত্তি বিক্রয় করলে মুলধনজাতীয় প্রাপ্তির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ মূলধন বৃদ্ধিকারী প্রাপ্তিকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে। কারবারে ঘন ঘন বা বারবার আয় ব্যয় সংঘটিত হলে মুনাফাজাতীয় আয় বা প্রাপ্তি হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি মূলধনজাতীয় আয়?
ক) কমিশন প্রাপ্তি খ) বিমা প্রাপ্তি,
গ) ভাড়া প্রাপ্তি ঘ) শেয়ার বিক্রয় হতে লাভ,

২। কোনটি অনিয়মিত আয়?
ক) বাট্টা প্রাপ্তি খ) কমিশন প্রাপ্তি,
গ) মাল বিক্রয় ঘ) সম্পত্তি বিক্রয়ের অর্থ,

৩। কোনটি মুনাফাজাতীয় আয়?
ক) বিনিয়োগের সুদ খ) দালান বিক্রয়
গ) ঋণ গ্রহণ ঘ) শেয়ার বিক্রয়ের প্রিমিয়াম

৪। মূলধনজাতীয় ব্যয় হতে কী পাওয়া যায়?
ক) দালান কোঠা খ) পণ্য ক্রয়
গ) মনিহারি ক্রয় ঘ) পরিবহন খরচ

৫। জনাব তারেক ৬০,০০০ টাকা দামের একটি ফটোকপির মেশিন কিনলেন। এটি আধুনিক না হওয়ায় মেশিনটি ৬৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করলেন। অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা কী ধরনের আয় বলে বিবেচিত হবে?
ক) মুনাফাজাতীয় খ) সম্পদ জাতীয়
গ) মূলধনজাতীয় ঘ) নিয়মিত আয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬-৮ নং প্রশ্নের উওর দিন।
ডা: মালেক ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি এস্ক-রে মেশিন কিনলেন। মেশিনটির উপযোগিতা না থাকায় তিনি তা ১,২০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন।

৬। ডা: মালেকের মূলধনজাতীয় আয় কত টাকা?
ক) ২০,০০০ টাকা খ) ১,০০,০০০ টাকা,
গ) ১২০,০০০ টাকা ঘ) ২,২০,০০০ টাকা,

৭। ডা: মালেকের অর্জিত আয়ের ধরণ কীরুপ?
ক) স্বল্প মেয়াদি খ) নিয়মিত
গ) অনিয়মিত ঘ) বিলম্বিত

৮। ডা: মালেকের মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি কত টাকা?
ক) ২০,০০০ টাকা খ) ১,০০,০০০ টাকা
গ) ১,২০,০০০ টাকা ঘ) ২,২০,০০০ টাকা

৯। দালানের সম্প্রসারণ ব্যয় মূলধনজাতীয় ব্যয় কারণ-
i) এটি থেকে দীর্ঘকালীন সুবিধা পাওয়া যাবে
ii) এটি অনিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যয়
iii) এটি নিয়মিত ও স্বাভাবিক কার্যকালাপের সাথে যুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

১০। জনাব মালেক একজন অসবাবপত্রের ব্যবসায়ী। তিনি ২০,০০০ টাকা মূল্যে একটি আসবাবপত্র বিক্রি করেন। নিচের কোনটি সত্য?
ক) মূলধনজাতীয় ব্যয় খ) মুনাফাজাতীয় আয়
গ) মুনাফাজাতীয় ব্যয় ঘ) মূলধনজাতীয় আয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.১ : ১. খ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.২ : ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.৩ : ১. ঘ ২. গ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.৪ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪.৫ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. গ ৯. ক ১০. খ